গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-৪৪

তারিখ: ০৪ ফাল্গুন ১৪২৭
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়: সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৪/০৩/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

১৭/০২/২০২১

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☏৯৫৭৪৫৩৪
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. জনাব মো: মাহবুব-এ-এলাহী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (প্রেষণে)
১৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

জানুয়ারি ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৪ জানুয়ারি'২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভার শুরুতে সভাপতি এ বিভাগে নব যোগদানকৃত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মহিউদ্দীন খান, বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: তাজুল ইসলাম, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জনাব মো: কামরুজ্জামান ও যুগ্মসচিব জনাব মো: আনিসুর রহমানকে স্বাগত জানান এবং সকলের সাথে পরিচিত হওয়ার অনুরোধ জানান।	১৪ জানুয়ারি'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার জানুয়ারি'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	জানুয়ারি'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	০২	০৪	০০	০০	০০	০৪
সওজ অধিদপ্তর	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
বিআরটিএ	১৭	০০	১৭	০০	০০	০০	১৭
বিআরটিসি	২২	০২	২৪	০৬	০৩	০৯	১৫
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৪২	০৪	৪৬	০৬	০৩	০৯	৩৭

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এ বিভাগে ৪ টি মামলা চলমান আছে, তন্মধ্যে জনাব তামিনা তাসমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান দন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তদানুযায়ী ০৮/০২/২০২১ তারিখে সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়েছে। জনাব মো: জহিরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাবের প্রেক্ষিতে ০৪/০২/২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, জনাব আহসান উদ্দীন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর সার্কেল ও জনাব মোবাশ্বেরা সাদিয়া হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইভ্যাল্যুয়েশন বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা ৩১/০১/২০২১ তারিখে জারি করা হয়েছে।	(ক) অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব তামিনা তাসমিন, নির্বাহী প্রকৌশলীকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের বিষয়ে সরকারি কর্মকমিশনের মতামত পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: জহিরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় নিয়োগকারী তদন্ত কর্মকর্তাকে বিধি-বিধান অনুযায়ী তদন্ত কাজ শুরু করতে হবে। (গ) জনাব আহসান উদ্দীন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর সার্কেল ও জনাব মোবাশ্বেরা সাদিয়া হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইভ্যাল্যুয়েশন বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় জবাব প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, জানান, গত ২০/১২/২০২০ তারিখে সওজ অধিদপ্তরে চলমান ১টি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। বিধিমোতাবেক তদন্ত কাজ শেষ করে যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিধিমোতাবেক তদন্ত কাজ শেষ করে যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা ছিল ১৭টি। জানুয়ারি'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৭টি। ১৭টি মামলার মধ্যে ১২টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। উক্ত ১২টি মামলার মধ্যে ২টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে, ৪টি তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় অভিযুক্তদের ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে, ১টিতে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, আদালতে ৪টি ও দুদকে ১টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে। এছাড়া, তদন্তাধীন ৫টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দ্রুত সময়ের মধ্যে দাখিলের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং তদন্তাধীন মামলার তদন্ত কাজ শেষ করে যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) তদন্তাধীন মামলার তদন্ত কাজ শেষ করে যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)
	বিআরটিসি: বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলার পূর্ববর্তী জের ২২টি। জানুয়ারি'২১ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং ০৯টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৫টি। মামলা নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৫টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার জানুয়ারি'২১ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল: সংস্থার পক্ষে	মামলার ফলাফল: বিপক্ষে	মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
সওজ	৩২০৩	০৩	৩২০৬	০২	০২	০০	৩২০৩
বিআরটিএ	২৭৩	০০	২৭৩	০২	০২	০০	২৭৩
বিআরটিসি	৯৩	০১	৯৪	০৩	০২	০১	৯৩
ডিটিসিএ	০৪	০০	০৪	০০	০০	০০	০৪
মোট	৩৫৭৩	০৪	৩৫৭৭	০৭	০৬	০১	৩৫৭৩

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান, আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। ডিসেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত কনটেম্পট মামলার ছিল ৭১টি। জানুয়ারি'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমান কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৭১টি। মামলা নিষ্পত্তি তরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ডিসেম্বর'২০ মাসে ১ম শ্রেণির মামলার ছিল ১৫টি। জানুয়ারি'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি (সওজ এর ১১টি এবং বিআরটিএ এর ০৪টি)। এছাড়া, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির ডিসেম্বর'২০ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ছিল ১৫টি। জানুয়ারি'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজ এর ১১টি এবং বিআরটিএ-এর ০৪টি।	(ক) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর'২০ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২০৩টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জানুয়ারি'২১ মাসে ০৩টি মামলা রুজু এবং ০২টি মামলা মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২০৪টি। পেন্ডিং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের নিয়ে গত ০৩/০১/২১ তারিখ একটি সভা করা হয়েছে। উক্ত সভায় প্রতিমাসে পেন্ডিং মামলা নিয়ে সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নিম্ন আদালতের মামলাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা এবং নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাদের অধিভুক্ত এলাকার সার্কেল পর্যায়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও আইনজীবীদের নিয়ে সভা করার বিষয়ে সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) নিম্ন আদালতের মামলাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা এবং নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাদের অধিভুক্ত এলাকায় সার্কেল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভার আয়োজন করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল সার্কেল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে ডিসেম্বর'২০ পর্যন্ত মোট ২৭৩টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জানুয়ারি'২১ মাসে ২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বিবেচ্যমাসে কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৭১টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। বিআরটিএ'র আইন উপদেষ্টা/প্যানেল আইনজীবী হিসেবে জনাব ইসরাত জাহান, এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট-কে গত ২০/০১/২০২১ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে এবং বিআরটিএ'র সমন্বয় সভায় মামলার বিষয়টি আলোচ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বিআরটিএ'র মাসিক সমন্বয় সভায় মামলার বিষয়টি আলোচ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন ৯৩টি মামলা কেস টু কেস Varify করে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিবেচ্যমাসে ০১টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং ০৩টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯১টি। চেয়ারম্যান আরো জানান, মামলাগুলোর নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং পুনরায় কেইস টু কেইস Varify করার জন্য প্যানেল আইনজীবীদের নিয়ে ১৫/০২/২০২১ তারিখে সভার আয়োজন করা হয়েছে।	কেস টু কেস Varify করে মামলাগুলো নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে মোট ৪টি মামলা বিচারাধীন আছে। তন্মধ্যে ২টি কনটেম্পট ও ২টি রীট মামলা। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে ১টি কনটেম্পট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। অপর ৩টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	মামলার নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	-	৬	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৬৯	১১৩২	৫,৬২৭	৬১০	৫০ (অ.)	৭,৪১৯	-	৭,৪১৯
বিআরটিসি	১১৯১	১৬৪	৯৩৬	৯১	-	১১৯১	-	১১৯১
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৬	৫	১১	-	_	১৬	১ (অ:)	১৫
ডিএমটিসিএল	১১	০২	০৮	-	-	১০	-	১০
মোট	৮,৮৭৩	১,৩৪৯	৬,৮২২	৭০২	৫০	৮,৯২৩	১ (অ:)	৮,৯২২

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান যে, ডিসেম্বর ২০২০ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৮৭৩টি। জানুয়ারি ২০২১ মাসে ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি এবং ৫০ টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯২২টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, এ বিভাগের ৬টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত মহাপরিচালক, পরিবহন অডিট অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দ্বি-পক্ষীয় সভায় ৬টি অগ্রিম আপত্তিরই নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে।	(ক) দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ৬টি অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(খ) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে জানুয়ারি'২০ মাসে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের একটি টিম সিএন্ডএজি মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন। সাক্ষাতকালে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তির উপর বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত আপত্তিসমূহ (যেগুলো নিষ্পত্তিপত্র জারি করা হয়নি) দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সিএন্ডএজি মহোদয়ের একান্ত সহযোগিতা কামনা করলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে আশ্বস্ত করেন। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) সভাকে আরো অবহিত করেন, সওজ এর অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিবদেরকে দায়িত্ব প্রদান করে জোন পর্যায়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা সম্ভব হলে বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) (১) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) জোন পর্যায়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য প্রত্যেক জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিবদেরকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, DUTP প্রকল্পের ৯টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৩/০২/২০২১ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(গ) ডিটিসিএ DUTP প্রকল্পের অবশিষ্ট ৮টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) কোম্পানি সচিব, ডিএমটিসিএল জানান, ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১০টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন ছিল। বিবেচ্য মাসে কোনো অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অন্তর্ভুক্ত না হওয়া বর্তমানে অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ঘ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ঙ) উপসচিব (বাজেট অধিশাখা) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৫/০৬/২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব একই তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঙ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)
৫.	পেনশন কেইস:		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		১৫	৬	২১	৩	১৮	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	২২	৬	২৮	৬ (মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ)	২২	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	.	২৮	২৮	২৮	-	
বিআরটিসি		২৪৯	১১	২৬০	২৯	২৩১	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৮৭	৫১	৩৩৮	৬৬	২৭২	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক.সওজ: সিনিয়র সহকারী সচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান- (১) দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রতিবেদন চেয়ে অডিট শাখায় পত্র দেয়া হয়েছে। (২) সওজ অধিদপ্তরের অক্টোবর মাসে ১৫টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন ছিল। বিবেচ্যমাসে ৩টি পেনশন কেইস নিষ্পন্ন এবং ৬টি পেনশন কেইস অর্ন্তভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ১৮টি। উক্ত ১৮টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট আপত্তির রিপোর্ট প্রদানের জন্য এ বিভাগের অডিট শাখায় পত্র দেয়া হয়েছে। (৩) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ৩ জন কর্মকর্তার পেনশন পরিশোধের বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে রিপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে গত ১১/০১/২০২১ তারিখে পেনশন সহজীকরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১) দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের অডিট আপত্তির বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে অডিট শাখা হতে প্রতিবেদন দিতে হবে। (২) সাময়িক পেন্ডিং ১৮টি পেনশন কেইসের নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারী সচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন/অডিট)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্য মাসে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন বাবদ ৯১,৫৯,৬৪০ (একানব্বই লক্ষ উনষাট হাজার ছয়শত চল্লিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার বিবেচনায় কর্মকর্তা/কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সহকারী সচিব (বিআরটিসি)
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, পেনশন কেইস যথাসময়ে নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি'২১ মাসে পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। বর্তমানে কোনো পেনশন কেইস পেন্ডিং নেই।	বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজনপূর্বক বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। বিধিমালায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং এর জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	"সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালাটি ভেটিং-এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২০ প্রণয়ন: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য বিধিমালা বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর দাখিল করা হবে। খসড়া বিধিমালা দ্রুত দাখিলের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য সংশোধিত বিধিমালা দাখিল করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
৭.	<u>বৃক্ষরোপন :</u> প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা এবং রোপিত গাছের পরিরদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং ২০২০ এর আলোকে বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ পরিচর্যা করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন-এর কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কের মিডিয়ানে ও পার্শ্বে নীতিমালা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা করার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা এবং পরিদর্শন অব্যাহত রাখা এবং আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে নীতিমালার আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে বৃক্ষরোপনের কাজ শুরু করার বিষয়ে সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে পরামর্শ প্রদান করেন। একই সাথে নীতিমালার গেজেটের কপি মাঠ পর্যায়ের সকল জোন, সার্কেল ও সড়ক বিভাগের অফিসে সরবরাহ করে তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে নীতিমালার আলোকে বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ পরিচর্যা করার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষ করতে হবে। (ক) (৩) নীতিমালার গেজেটের কপি মাঠ পর্যায়ের সকল জোন, সার্কেল ও সড়ক বিভাগের অফিসে সরবরাহ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও তদারকির কাজ সমন্বয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(খ) (১) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও তদারকির কাজ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (ঢাকা/ময়মনসিংহ জোন)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (ক) জেলা পরিষদ ও স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জানুয়ারি ২০২১ মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন এ বিভাগে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৩৭টি সড়ক বিভাগের নামজারির তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও রংপুর জোনের সকল সড়ক বিভাগের নামজারির তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট ২৮টি সড়ক বিভাগের নামজারির তথ্য প্রেরণের বিষয় সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। নামজারির কার্যক্রম অব্যাবহ রাখা এবং অবশিষ্ট ২৮টি সড়ক বিভাগের নামজারির তথ্য প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদেরতাদের পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অবশিষ্ট ২৮টি সড়ক বিভাগ ও অন্যান্য সড়ক বিভাগসহ রেকর্ড বা নামজারির সমন্বিত প্রতিবেদন ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মহাসড়কের ১০ মিটার বা ৩৩ ফুটের মধ্যে যাতে কোনো স্থাপনা গড়ে উঠতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখা এবং মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রচারণার সময় নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে প্রচারণা করা, সর্তকর্তামূলক বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের নজরে আসে এমন জায়গায় স্থাপন করার বিষয়ে সভাপতি পুনরায় প্রধান প্রকৌশলী, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) (১) আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ ইত্যাদি অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) মহাসড়কের ১০ মিটার বা ৩৩ ফুটের মধ্যে যাতে কোনো স্থাপনা গড়ে উঠতে না পারে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) অবৈধ স্থাপনার কারণে মহাসড়ক/সেতুর ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(গ) অবৈধ স্থাপনার কারণে মহাসড়ক/সেতুর ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(ঘ) ওভার লোডের ফলে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কের বেইলী ব্রীজ ভেঙ্গে যাওয়ায় ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণের জন্য বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে মামলা দায়েরের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ওভার লোডের ফলে সেতু/বেইলী ব্রীজের ক্ষতি সাধন/ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের অব্যাহত আছে এবং দায়ের করা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সেতু/বেইলী ব্রীজের ছবি, দুর্ঘটনাকারী ট্রাকের নম্বরসহ ছবি তুলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা দায়ের করার বিষয়ে সভাপতি পুনরায় সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। ইতোপূর্বে দায়ের করা মামলাগুলো যথাযথ ও সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) (১) ওভার লোডের ফলে সেতু/বেইলী ব্রীজের ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিপূরণ ও ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। (ঘ) (২) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। (ঘ) (৩) সেতু/বেইলী ব্রীজের ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় ইতোপূর্বে দায়ের করা মামলাগুলো যথাযথ ও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঙ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান, ওভার লোডের ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতি সাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ায় শেরপুর সড়ক বিভাগে ২টি, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগে ৫টি, পিরোজপুর সড়ক বিভাগে ৩টি, ভোলা সড়ক বিভাগে ১টি, খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগে ২টি, নীলফামারী সড়ক বিভাগে ১টি, দিনাজপুর সড়ক বিভাগে ১টি, মাগুড়া সড়ক বিভাগে ১টি, বগুড়া সড়ক বিভাগে ১টি, টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগে ১টি, লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগে ১টি, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগে ১টি, মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগে ৪টি ও রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগে ১টি মামলাসহ মোট ২৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলো তদারকি করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঙ)মামলাগুলো/বিষয়টি তদারকি করতে হবে।	যুগ্মসচিব (আইন)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গত ১৮/০১/২০২১ ও ১৯/০১/২০২১ তারিখ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অবস্থিত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন বছিলা সংযোগ সড়কের উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাঁচ তলা বিশিষ্ট ০২টি, চার তলা বিশিষ্ট ৩টি, তিন তলা বিশিষ্ট ২টি, দুই তলা বিশিষ্ট ৪টি ছাদ ওয়ালা কংক্রিটের পাকা বাড়ি, ৯৫টি সেমি পাকা দোকান, ১৩২টি কাঁচা দোকান ও ২৩টি সাইনবোর্ড সহ সর্বমোট ২৬১ (দুইশত একষট্টি) টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারণ করা হয়। এতে করে প্রায় ৫ একর ভূমি অবৈধ দখল হতে মুক্ত হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৬৮ (আটষট্টি) কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ০৫/০২/২০২১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা বিশেষ করে জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের শ্রীপুর এলাকায় পৌরসভার ময়লা ফেলার স্থানে শীঘ্রই মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রম শুরু করতে হবে। বিশেষ করে জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের শ্রীপুর এলাকায় পৌরসভার ময়লা ফেলা স্থানে শীঘ্রই মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ অন্যান্য স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা কর্তৃক গত ০৪/০১/২০২১ ও ০৫/০১/২০২১ তারিখ তারিখে গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট-ফকিরহাট-নওয়াপাড়া জাতীয় মহাসড়কের চেইনেজ ১৭ তম কিলোমিটার (মুকসুদপুর চন্ডিবর্দি) হতে চেইনেজ ৫৪ তম কিলোমিটার (চন্দ্রদিঘলিয়া) পর্যন্ত সড়কের পার্শ্বে সওজের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ২৬০ টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ১.৫ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১২ (বারো) কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চট্টগ্রাম জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০৪/০১/২০২১ তারিখ ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের পটিয়া সড়ক উপ-বিভাগের পার্শে রাইসা কমিনিউনিটি সেন্টারে পাকা দোকান ০৩ টি, টিনশেড দোকান ০২টি ও পটিয়া বাইপাস (চক্রশালা প্রান্তে) ০১ টি দোতলা বিল্ডিং এবং দোহাজারী সড়ক উপ-বিভাগের পিছনে ০২টি বেড়ারঘর, ০৩টি আধাপাকা দোকান উচ্ছেদ/অপসারণ করা হয়। এতে ০.৩৫ একর ভূমি/জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। যার আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১.২৬ কোটি (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) টাকা। উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদানের জন্য সভায় সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রামকে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি ২০২১ মাসে ৫০টি বিল বোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে। ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
৯.	<u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u> চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। জানুয়ারি'২১ মাসে ২৩৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২,১০৮টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ২৯,৬৩,৫৫০ (উনত্রিশ লক্ষ তেষট্রি হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১১টি যানবাহন ডাম্পিং-এ প্রেরণ এবং ২৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ সভাকে অবহিত করেন ঢাকা শহরে রুট রেশনালাইজেশনের জন্য একটি কমিটি কাজ করছে। ১ম পর্যায়ে মোহাম্মদপুর-ঘাটারচর-মতিঝিল-কাঁচপুর ব্রীজ পর্যন্ত পাইলটিং কাজ চলছে। পাইলটিং রুটের চলমান যানবাহন ও ফিটনেস সংক্রান্ত তথ্য বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সরেজমিনে দেখা যায় যেসকল যানবাহনকে রুট পারমিট দেয়া হয়েছে ঐসকল যানবহান নির্ধারিত রুটে চলাচল করছেনা অথবা রুট পারমিটবিহীন যানবহান চলাচল করছে। এ বিষয়ে রুট রেশনালাইজেশনের কমিটির এক সভায় তিন মাসের মধ্যে ঢাকা শহরে রুট পারমিট নিয়ে কতগুলো যানবাহন, রুটপারমিট ছাড়া কতগুলো যানবহান এবং এক রুটের অনুমতি নিয়ে অন্য রুটে যানবহান চলাচল করছে সেগুলো যাচাই বাছাই করে ঠিক করার জন্য বিআরটিএকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালতে পরিচালনার সময় রুটপারমিটের বিষয়টি দেখা হলে এ ধরণের সমস্যা কমে আসবে এবং বাস রুট রেশনালাইজেশন করার কাজটি সহজতর হবে। সভাপতি জানান, রুট পারমিটবিহীন এবং এক রুটের যানবাহন অন্য রুটে চালানো একটি অপরাধ। যানবাহনের মালিকদের এ ধরণের কার্যকলাপ পরিহার করা প্রয়োজন। রুট পারমিট অনুযায়ী যানবাহন চলাচল এবং এক রুটের যানবাহন অন্য রুটে যাতে চলাচল করতে না পারে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) (১) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ক) (২) রুট পারমিট অনুযায়ী যানবাহন চলাচল এবং এক রুটের যানবাহন অন্য রুটে যাতে চলাচল করতে না পারে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (ক) (৩) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় রুটপারমিটের বিষয়টি দেখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(খ) সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়াও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি ছোট ও অননুমোদিত যানবাহন সড়ক/মহাসড়কে চলাচল বন্ধসহ আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, পুলিশ বিভাগের নিবিড় তদারকি/টহল বৃদ্ধি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মেট্রোপলিটন/জেলা ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআরটিএ হতে সকল বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, ডিআইজি হাইওয়ে, সকল জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বিআরটিএ'র বিভাগীয় উপপরিচালক (ইঞ্জি:) এবং সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:)গণ-কে পত্র দেওয়া হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা কমিটির নিয়মিত সভা আহবানের বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয় এবং এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।	(খ) সড়ক নিরাপত্তা কমিটির নিয়মিত সভা আহবানের বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) ডিসেম্বর'২০ মাসে জেলা প্রশাসক হতে ভ্রাম্যমান আদালতের তথ্য পাওয়া যায়নি। জেলা পর্যায়ে সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) বিআরটিএ হতে সংগৃহীত মোবাইল কোর্টের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিসেম্বর'২০ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২,১৮৬টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ২২,২৮,৪৪০/-(বাইশ লক্ষ আটাশ হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা জরিমানাসহ ২৩টি মোটরযান ডাম্পিং এবং ৫৪টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে প্রতি মাসে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচনার তথ্য প্রেরণের জন্য বিআরটিএ হতে পত্র দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (ঘ) জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিসেম্বর'২০ মাসে ২৩টি জেলা হতে সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী দুর্ঘটনায় ৫১ জন নিহত ও ১৩১২ জন আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে অধিকাংশ জেলার দুর্ঘটনার কারণ, সংখ্যা এবং সুপারিশ উল্লেখ থাকেনা। কিছু কিছু জেলার সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে। যে সকল জেলার জেলা প্রশাসকগণ সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য প্রেরণ করেননা বা নিয়মিত প্রেরণ করেননা তাদের কে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বিআরটিএ হতে পত্র প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোগ করা হয়। জেলা প্রশাসকদের সুপারিশ অনুযায়ী সড়ক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা রোধে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ক লিফলেট ও হ্যান্ডবিল বিতরণ, চালক ও আরোহীদের হেলমেট পড়া, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আগামী সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার জন্য সভায় চেয়ারম্যান,বিআরটিএকে নির্দেশনা দেয়া হয়।	(গ) জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) (১) যে সকল জেলার জেলা প্রশাসকগণ সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য প্রেরণ করেননা তাদের কে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) (২) জেলা প্রশাসকদের সুপারিশ অনুযায়ী সড়ক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা রোধে লিফলেট, হ্যান্ডবিল, হেলমেট পড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার আয়োজনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) (৩) মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আগামী সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভায় এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
১০	**বিআরটিসি পরিচালিত বাস ও গণপরিবহণে সেবাদান মনিটরিং:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, ১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ থেকে বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি এবং বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জানুয়ারি'২১ মাসে ৩১২টি বাসে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৭০টি বাসকে বিভিন্ন কারণে ৬৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ১ম পাক্ষিক প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ মহোদয়ের সাথে আলাপ হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী বিআরটিসি হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, বিআরটিসি বাসগুলোকে যথাযথ নিয়ম মেনে পরিচালনার জন্য পুনরায় ডিপো ম্যানাজারদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি এবং বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং তথ্যাদি বিআরটিসিতে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
১১	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (১) ইতোমধ্যে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৪৪টি সড়ক বিভাগের যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, ফেরি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে এবং স্ক্র্যাপ মালামালের সার্ভে রিপোর্টের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২১ টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডেলিভারীকৃত মালামালের মধ্যে পরিদর্শন যান ৮৭টি, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ১৮৯টি, ফেরি ২৭টি, পন্টুন ৪৩টি, গ্যাংওয়ে ১১টি। আগামী এপ্রিল'২১ মাসের মধ্যে ২১টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট সম্পন্ন করে ডেলিভারীর মাধ্যমে নিলামে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের সার্বিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। সার্ভে রিপোর্টে প্রস্তুত ও নিলাম বিক্রয়ের কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলীদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। (২) সওজ অধিদপ্তরের ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৩৩টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান আছে। অবশিষ্ট ৩২টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ২টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১টি সড়ক বিভাগের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ২৯টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণ কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়নি সে সকল সড়ক বিভাগের জন্য একটি Proto type শেড নির্মাণের ড্রইং করে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদেরকে নির্দেশনা দেয়া হবে মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। হবে।	(১) (ক) এপ্রিল'২১ মাসের মধ্যে ২১টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট সম্পন্ন করে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (১) (খ) সার্ভে রিপোর্টে প্রস্তুত ও নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (২) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়নি সে সকল সড়ক বিভাগের জন্য Proto type শেড নির্মাণের ড্রইং করে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাছে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১২.	সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA): সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ষান্মাষিক মূল্যায়নের ওপর APA প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে নির্ধারিত সময়ে APA বাস্তবায়ন করার জন্য দপ্তর/সংস্থা ভিত্তিক কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছ। যেমন: সওজ অধিদপ্তর যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তার সামগ্রিক তথ্য ও হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে না থাকায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এটি ট্র্যাকিং করতে পারছেনা। ট্র্যাকিং করার সুবিধার্থে সড়ক বিভাগভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রগতি ওয়েব সাইটে প্রকাশের পরামর্শ দিয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের সিলেট-তামাবিল, ঢাকা বাইপাস, ঢাকা বিআরটি এ গুরুত্বপূর্ণ ৩টি প্রকল্পের জুন'২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা অর্জনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য তাগিদ দিয়েছে। এছাড়া, এডিপি বাস্তবায়ন, বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভারদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ, SEIP প্রকল্পের আওতায় বিআরটিসি কর্তৃক ড্রাইভার প্রশিক্ষণ, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ, এমআরটি (লাইন-৫) নর্দানরুট ও এমআরটি (লাইন-৭) ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্যও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সে অনুসারে দপ্তর/সংস্থার সাথে জরুরী সভা আয়োজন করে তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ষান্মাষিক মূল্যায়নের ওপর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের নির্দেশনা মোতাবেক সকল দপ্তর/সংস্থার সাথে জরুরী সভা করে বিষয়গুলো অবহিত করতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২০-২০২১: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)-এর আলোচনার শুরুতেই সভাপতি অবহিত করেন ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২য় স্থান অর্জন করায় মন্তিপরিষদ বিভাগ হতে অভিন্দন পত্র দেয়া হয়েছে। এ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য সভাপতি দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান এবং এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আগামীতে আরো ভাল করার আশাবাদ ব্যক্ত করে সভায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান আছে। গত ২৬/০১/২০২১ তারিখে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২য় প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০) ফিডব্যাক প্রদান এবং জানুয়ারি মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ২য় প্রান্তিকের কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২৬/০১/২০২১ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী 'শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজন (অধীন দপ্তর/সংস্থা) এর সাথে মতবিনিময়' সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ বিভাগ ও সংস্থার শুদ্ধাচার ও উত্তম চর্চা কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। এ বিভাগের ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২০) এর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ। ৩য় প্রান্তিকের অগ্রগতির ওপর এ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সভাপতিত্বে ১৭/০২/২০২১ তারিখে মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) আরো জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ NIS মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণক দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছে। নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী বিবেচ্য বিষয় নৈতিকতা কমিটির সভায় আলোচনা করা এবং গৃহীত NIS কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রমাণক সংরক্ষণ ও প্রেরণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ যেমন : সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (CC), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) , তথ্য অধিকার (RTI), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর তথ্যাদি নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী সকল তথ্য সন্নিবেশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। এ বিষয়ে তিনি দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মন্ত্রণালয়ের ন্যায় অধীন দপ্তর/সংস্থা NIS এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যদি মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করে তাহলে কোনো সমস্যা থাকবেনা মর্মে অবহিত করেন। সভাপতি প্রতিমাসে NIS ও APA নিয়ে একই দিনে আলাদাভাবে সভা করার জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন। NIS কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ যে নির্দেশনা রয়েছে সেগুলা লিখিতভাবে দপ্তর/সংস্থাকে জানিয়ে দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। (২) সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ, যথা: CC, NIS, RTI, GRS, APA এর তথ্যাদি নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী সকল তথ্য সন্নিবেশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। (৩) প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থাকে প্রতি মাসে NIS ও APA কর্ম-পরিকল্পানর কার্যক্রম সমূহের বাস্তবায়ন নিয়ে একই দিনে আলাদাভাবে সভার আয়োজন করে পর্যালোচনা করতে হবে। (৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ নির্দেশনা লিখিতভাবে দপ্তর/ সংস্থাকে জানিয়ে দিতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান/শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) Grievance Redress System (GRS) : ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, ডিসেম্বর ২০২০ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ০১টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগটি সওজ অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট যা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখে মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) দপ্তর/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(ঘ) Public Service Innovation: উপসচিব (টোল), জানান- ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত Innovation আইডিয়াসমূহের কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যকরভাবে চালু করার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। (১) বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। অ্যাপসটির জন্য ঢাকা মহানগরীতে নির্ধারিত রুটের কাউন্টার স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। খুব শীঘ্রই ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বাস রুটের যাত্রীগণ এ সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। অতিরিক্ত সচিব (আরবনা ট্রান্সপোর্ট) জানান, অ্যাপসটিতে কিছু এ্যানিমেশনযুক্ত ও আপডেট করা প্রয়োজন। উপস্থাপনের মাধ্যমে অ্যাপসটি দেখার জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করা হলে তিনি সম্মতি প্রদান করেন এবং তারিখ নির্ধারণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। ঢাকা মহানগরীর কুড়িল-মতিঝিল রুটের কাউন্টার স্থাপন এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের বাসে র‍্যাপিড পাস স্থাপনের জটিলতা কীভাবে নিরসন করা যায় এ বিষয়ে একটি কৌশল আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারণ করা হবে মর্মে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি সভাকে অবহিত করেন।	(১) বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটি সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(২) ঘরে বসে অনলাইনে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল ও ডাউনলোড, মোটরযান ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন বাবদ ফি ও অগ্রিম আয়কর জমা ও মানি রিসিট প্রাপ্তি, মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ ছাড়াও বিআরটিএ'র বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য 'বিআরটিএ সেবা' অ্যাপসটি বিগত ১৯/০২/২০২০ তারিখে চালু করা হয়েছে। নতুন ভেন্ডর কার্যক্রম শুরু করার পর বিআরটিএ কর্তৃক যেকোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে। এছাড়া, বিগত ২১/০৬/২০২০ হতে ৩১/০১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে bkash এর মাধ্যমে ৭৭৪টি মোটরযানের ট্যাক্স টোকেন নবায়নপূর্বক গ্রাহকের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরটিএ কর্তৃক যেকোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার বিষয়টি আগামী দুই মাসের মধ্যে শুরু করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) বিআরটিএ কর্তৃক যেকোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার বিষয়টি আগামী দুই মাসের মধ্যে শুরু করার	
	(৩) ডিটিসিএ কর্তৃক ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ওয়েবসাইটে ইতোমধ্যে আবেদন পাওয়া শুরু হয়েছে। সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করার লক্ষ্যে তিনটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ কর্তৃক বহুল ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত আছে।	(৩) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।	
	(৪) উপসচিব (টোল), আরো জানান, চালু হওয়া মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোটিং এ্যাপসে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে এ্যাপসে বিভাগ অনুযায়ী সকল প্রকল্প ও রাজস্ব কাজের অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত নেই। বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	(৪) মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোটিং এ্যাপসে বিভাগ অনুযায়ী সকল প্রকল্প ও রাজস্ব কাজের অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	
	(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(ঙ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ই-নথি রিপোর্ট জেনারেট না হওয়ায় কোনো তথ্য প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা। এ বিষয়ে এটুআই-এর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, বর্তমানে ই-নথি সিস্টেমে অফিস ও শাখাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া বন্ধ আছে। সার্ভারে আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়া চলমান আছে। পরবর্তী মাসগুলোতে প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।	ই-ফাইল সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঙ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, পানগাঁও হতে হাসনাবাদ পর্যন্ত প্রায় ৫.০০ কিলোমিটার সড়ক সরকারের ব্লু ইকোনমির পরিকল্পনাভুক্ত সড়ক হিসেবে সড়কের মালিকানা বিআইডাব্লিউটিএ হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে গত ০৭/০১/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সড়কটি সওজ এর অনুকূলে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী জানান ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ পরিকল্পনা) যুগ্মসচিব (পরি: ও কার্য:)/উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
১৪.	<u>বিবিধ:</u> **ক. Rapid Pass:** (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের পুনর্গঠিত TAPP খুব শিঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বর্তমানে কোনো বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম ব্যবহার হচ্ছেনা। যে প্রকল্পের মাধ্যমে ডিটিসিএ র‍্যাপিড পাস ডিভাইস স্থাপন ও মেইনটেন্যান্স করা হত সে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ পর্যায়ে রয়েছে মর্মে জানা গিয়েছে। তাই র‍্যাপিড পাস পুনরায় চালু করতে হলে নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া, Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে এর প্রচার-প্রচারণা করা প্রয়োজন। (৩) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ঢাকা টু নারায়ণগঞ্জ রুটে পরিচালিত এসি বাসে Rapid Pass চালুর লক্ষ্যে ডিটিসিএ হতে সভা আহবানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	(১) ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের পুনর্গঠিত TAPP ডিটিসিএ হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) (ক) ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকয় চলাচলকারী বিআরটিসি বাস ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসে নতুন করে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। (২) (খ) Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে এর প্রচার প্রচারণা করতে হবে। (৩) ঢাকা টু নারায়ণগঞ্জ রুটে পরিচালিত এসি বাসে Rapid Pass চালুর লক্ষ্যে ডিটিসিএ-কে দ্রুত সভা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বিভিন্ন চালক, কন্ডাক্টরদের নামে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া, প্রতিমাসে বিআরটিসি'র মাসিক সমন্বয় সভায় চালক/কন্ডাক্টরদের অনুকূলে বকেয়া রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারা গ্রহিতাদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং ইজারার মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ বাসগুলো আটকপূর্বক ডিপোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা/মেরামতের অযোগ্য বাসগুলো বিইআর ঘোষণাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বিক্রয় করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিআরটিসিকে লাভবান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে রাজস্ব আদায় ও অর্থ অপচয় রোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিআরটিসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর বিকল্প নেই। ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হলে বিআরটিসি'র রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিসহ আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।	(ক) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিসি বাস ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ঠিকাদারের তালিকা প্রস্তুত ও সক্ষমতা যাচাই: (১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যে সকল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করেন তাদের সক্ষমতা, মেশিনারি, জনবল ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যাদি প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তাই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করে সে অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই-বাছাই করে ঠিকাদারের সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। একই সাথে একটি ডাটা বেইস তৈরীর জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) (ক) ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই-বাছাই করে ঠিকাদারের সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। (১) (খ) ঠিকাদারের তথ্য সম্পর্কিত একটি ডাটা বেইস তৈরী করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/পরিকল্পনা) /প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, অনেক সময় একই ঠিকাদার একাধিক কাজ পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় একই ঠিকাদারের বিভিন্ন জায়গায় কাজ চলমান থাকায় লোকবল ও মেশিনারি ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে পারেনা। ঠিকাদারদের কাজ দেয়ার বিষয়ে যে শর্ত (Critaria) রয়েছে তা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে CPTU-তে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তবে কোনো ফলপ্রসূ অগ্রগতি এখনো হয়নি। এছাড়া, LTM ব্যবস্থা প্রবর্তন করা গেলে এক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। LTM ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য প্রস্তাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। LTM প্রস্তাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ এবং ঠিকাদারদের কাজ দেয়ার শর্ত (Critaria) সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে CPTU-তে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) (ক) ঠিকাদারদের কাজ দেয়ার শর্ত (Critaria) সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে CPTU-তে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (২) (খ) LTM ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/পরিকল্পনা) /প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	ঘ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঙ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব, ডিটিসিএ
	চ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত, সর্বশেষ কার্য সম্পাদনের সময় ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ছ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) উপসচিব (টোল) জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় চালু করার লক্ষ্যে ০৭/০২/২০২১ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-এর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রকৌশলী এ বিষয়ে অবহিত করেন, সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে ০১ জুলাই'২১ হতে টোল আদায় কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে অপারেটর নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) প্রধান প্রকৌশলী, জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতায় ড্রাইভারদের জন্য কুমিল্লার নিমসারে ১টি এবং সিরাজগঞ্জে ১টি বিশ্রামাগার নির্মাণ কাজ চলছে। আগামী জুলাই বা আগস্ট'২১ সময়ের মধ্যে কুমিল্লার নিমসারে বিশ্রামাগার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি চালু হলে এখানে দৈনিক ৬০-৭০টি গাড়ি আসা-যাওয়া করবে। বিশ্রামাগার এরিয়ায় ওয়ার্কশপ স্থাপন করা হবে। ড্রাইভারদের বিশ্রামের পাশাপাশি খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অপারেটর নিয়োগ করার প্রয়োজন হবে। তাই এখনই কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) (ক) ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় চালু করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (১) (খ) অন্যান্য গরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) কুমিল্লার নিমসারে ড্রাইভাদের জন্য নির্মাণাধীন বিশ্রামাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অপারেটর নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল)
	জ. ডিএমটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সমস্যা নিরসন বিষয়ক: সহকারী সচিব (এমআরটি) জানান, (১) ভাড়ার হার নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির ১ম সভা গত ১০/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভায় ডিএমসিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মেট্রোরেল লাইন-৬ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিএমটিসিএল হতে জানানো হয়েছে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে কাজ চলমান আছে। আগামী মার্চ ২০২১ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব কমিটির নিকট প্রেরণ করা হবে। (২) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের প্রস্তাব এ বিভাগ হতে গত ০৯/১২/২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অনবধানতাবশত এ বিভাগ হতে জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরিত মতামতের ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন যথাযথভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫/০১/২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। গত ২৫/০১/২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) ডিএমসিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। (২) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক,ডিএমটিসি এল /নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণ ও পুলিশ ফোর্স গঠনের এজেন্ডা দুটির অগ্রগতি বেশ ভাল এবং এটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল ও নির্বাহী পরিচালক এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(৩) ভাড়া নির্ধারণ ও পুলিশ ফোর্স গঠনের এজেন্ডা দুটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশি:)
	ঋ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব এর উপস্থিতিতে আগামী ২৩/০১/২০২১ তারিখে সড়ক ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারতের কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে আগামী ৬ মার্চ ২০২১ তারিখে দপ্তর/সংস্থা ও এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। সকলের অংশগ্রহণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। অতিরিক্ত সচিব জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় সংক্রান্ত গত ১২/০১/২০২১ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) আগামী আগামী ৬ মার্চ ২০২১ তারিখে কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। (২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সর্বশেষ গত ১২/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থার প্রধান/ এ সংক্রান্ত মনিটরিং টীম (সকল)
	এ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি সড়ক জোন সংশ্লিষ্ট এ বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জানান, বরিশাল জোনে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা নেই, তবে ঢাকা জোনের নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগে ভূমি অধিগ্রহণে বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে আলাপ হয়েছে। বিষয়গুলো নিয়ে তারা কাজ করছেন। অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, সিলেট সড়ক জোনের ৪টি সড়ক বিভাগের মধ্যে সিলেট, মৌলভীবাজার এবং সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগে ভূমি অধিগ্রহণে তেমন কোন সমস্যা নেই। তবে হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতাধীন মাধবপুর উপজেলায় ড্রাইভারদের জন্য বিশ্রামাগার স্থাপন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে কিছু জটিলতা রয়েছে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মৌজা মূল্যের চেয়ে বর্তমান বাজার মূল্য অনেক বেশী বলে স্থানীয়দের মধ্যে আপত্তি রয়েছে। জটিলতা নিরসনে প্রধান প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা হয়েছে। জেলা প্রশাসককে স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা জানতে পেরেছি। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের জমির মূল্য বেশি বলে সংশ্লিষ্ট অনেকেই জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে আলাপ আলোচনা করে একটি সমাধানে পৌঁছানো দরকার। সভাপতি এ বিষয়ে অবহিত করেন সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ নেই। হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতায় ড্রাইভারদের বিশ্রামাগার নির্মাণ ও এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা নিরসন বিষয়ে সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)-কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে গঠিত কমিটির আহবায়কগণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে জটিলতা নিরসনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং পরামর্শ অব্যাহত রাখবে। (২) হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতায় ড্রাইভারদের বিশ্রামাগার নির্মাণ ও এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ গঠিত মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/উপসচিব (জিএফডিপি) অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট/আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ট. গতি নামের পরিবর্তে 'বিআরটিএ সেবা' নামে এ্যাপস প্রস্তুত সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ কর্তৃক গতি নামের পরিবর্তে 'বিআরটিএ সেবা' নামে Feed Back Optionসহ এ্যাপস প্রস্তুত করা হয়েছে। এ্যাপসটি Google Play Store থেকে ডাউনলোড করে স্মার্ট মোবাইল ফোনে ব্যবহার করা যাবে। এ্যাপসের সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের জন্য ইতোমধ্যে বিআরটিএ'র ওয়েবসাইট ও Facebook পেইজে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়টি বহুল প্রচারের জন্য একাধিক পত্রিকা ও টেলিভিশনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিঘ্রই টেলিভিশনের স্ক্রলে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে। গাড়ির ফিটনেস নবায়নের পূর্বে এ্যাপোন্টমেন্ট নেয়া এবং নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত থাকার বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি আকারে বিআরটিএ অফিসে দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে রাখা এবং বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) 'বিআরটিএ সেবা' এ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়টি বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা করতে হবে। (২) গাড়ির ফিটনেস নবায়নের পূর্বে এ্যাপোন্টমেন্ট নেয়া এবং নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত থাকার বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি আকারে বিআরটিএ অফিসে দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে রাখতে হবে এবং প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঠ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৪টি (১ম গ্রেণির ২৭টি, ২য় গ্রেণির ১৭টি, ৩য় গ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ গ্রেণির ১৪টি) শূন্যপদ রয়েছে। ২য় গ্রেণির ১৬টি পদের মধ্যে ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিপিএসসি হতে ৪টি পদের সুপারিশ না পাওয়ায় ২২/১২/২০২০ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। ২টি পদ সংরক্ষিত। পদোন্নতি কোটায় প্রশাসনিক কর্মকর্তার ৬টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৫টি মোট ১১টি পদ পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর পূরণ করা হবে। ৩য় গ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ গ্রেণির ১৪টি পদের মধ্যে ৩য় গ্রেণির ১টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ৩টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। অবশিষ্ট ১২টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত ০৭/০১/২০২১ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। ৪র্থ গ্রেণির ১টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। অবশিষ্ট ১২টি পদ সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্য ০৭/০১/২০২১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ডিটিসিএ: ডিটিসএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১২২টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- বিভিন্ন গ্রেডের ২১টি প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা বদলি/পদায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে ৭ম গ্রেডভুক্ত ১৩ জন এবং ৯ম গ্রেডভুক্ত ৬ জন মোট ১৯ জন জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ৯ম গ্রেডের ১টি পদে নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়া, ১১-১৭ তম গ্রেডের পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম গ্রেডভুক্ত পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়কের পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুসারে ২০তম গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। অফিস সহায়কের ১৩টি পদের আউটসোর্সিং নিয়োগ পদ্ধতির শর্ত প্রত্যাহারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ২০/০৯/২০২০ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০২০ অনুযায়ী পদোন্নতিযোগ্য এবং অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৫০৭টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-৩টি, ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ)-৬টি ও ইনস্ট্রাক্টর-৬টি পদে লোক নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ বজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ৩৪টি (সহ: পরিযান কর্মকর্তা ও সহ: হিসাবক্ষরক্ষণ কর্মকর্তা) পদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১৭টি পদে লোকবল নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কারিগরি-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) ৮৬টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিকট হতে ৭৯৭টি আবেদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে আবেদনপত্র যাচাই পর্যায়ে রয়েছে। ৩৬ জন নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৭৪টি পদ সরাসরি ও ৪০টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। তন্মধ্যে- ১ম শ্রেণীর ৩২টি পদ শূন্য রয়েছে তন্মধ্যে ৫টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত সম্প্রতি পিএসসি'র সুপারিশ চূড়ান্ত হয়েছে। ১ টি পদে নিয়োগের নিমিত্তে পিএসসি'র রিক্যুইজিশন ফরম পূরণ করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩টি পদ প্রেষণে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং পত্র প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। পদোন্নতিযোগ্য ২৩টি পদের মধ্যে ১০টি পদের পদোন্নতির প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৩টি পদে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণীর ৩২ টি শূন্য পদের মধ্যে ১৮টি পদে (মোটরযান পরিদর্শক) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পিএসসি কর্তৃক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। মোটরযান পরিদর্শক ৫টি ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ৩ টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত পিএসসি'র রিক্যুইজিশন ফরম পূরণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, পদোন্নতিযোগ্য ২টি পদের পদোন্নতির প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪টি পদে পদোন্নতির প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেষ্ঠ্যতার তালিকা চূড়ান্তকরণ, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনসহ অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে। ৩য় শ্রেণীর ৩৮ টি শূন্য পদের মধ্যে ২০টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ০৫ ও ৬ মার্চ ২০২১ তারিখ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নিয়োগ বিধি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ২টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে নিয়োগ বিধি সংক্রান্ত জটিলতা দূর হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ৩টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। ৪টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র চেয়ে ১৭/০১/২০২১ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ৯টি পদে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের প্রক্রিয়া চলমান। ৪র্থ শ্রেণীর ১২টি শূন্য	(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা এবং গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পদের মধ্যে ১০টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ০৫ ও ৬ মার্চ ২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পদোন্নতিযোগ্য ২টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য জৈষ্ঠ্যতার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৪৬৩টি শূন্য পদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির ২০৪টি পদের মধ্যে- সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর ৮৮টি পদ পূরণের প্রস্তাব পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে পিএসসি কর্তৃক ৩৮তম বিসিএস (সড়ক ও জনপথ) ক্যাডারে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ৩৩ জন ও সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে ১১জন সহ মোট (৩৩+১১)=৪৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। নন ক্যাডারভুক্ত (সহকারী বৃক্ষপালনবিদ, সহকারী প্রোগ্রামার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী প্রোগ্রামার) ৪টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। পদোন্নিতর মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির ১৯৭টি পদের মধ্যে- উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর (৫২+৩০)=৮২টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাব রক্ষণের ১৩টি পদ মহাহিসাব রক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসার এর ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ২৫৩৭টি পদের মধ্যে- সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৩টি পদ প্রধান হিসাব রক্ষণের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি সুপারভাইজার এর ১টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি, সার্ভেয়ার এর ২৭টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে		
	ঙ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণ ও চলাচলের বিষয়ে সংশ্লিস্ট স্টেক হোল্ডার ও বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ৩টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে৷ এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান সুপারিশমালার বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে৷ তদানুযায়ী সুপারিশমালা জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল-এর সভায় উপস্থাপনের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে৷	সুপারিশমালা জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল এর সভায় উপস্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সংবলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, সেনাবাহিনী কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে৷ এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে৷	ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ সংস্থান পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারনার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) মেঘনা সেতু, গোমতী সেতু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু ও শাহ্ আমানত সেতুতে ইতোমধ্যে এ্যাপস ভিত্তিক ETC চালু করা হয়েছে। এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) ১৮ জানুয়ারি ২০২১ এ নরসিংদীর শহীদ ময়েজউদ্দিন সেতুতে ETC চালু করা হয়েছে। খুলনা সড়ক বিভাগাধীন খান জাহান আলী সেতু এবং নাটোর সড়ক বিভাগাধীন হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কে ১০/০২/২০২১ তারিখের মধ্যে ETC বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে এ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(ক) এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ETC চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল)
	বিআরটিএ: নির্দেশনা ৭: রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনলাইন (Online) পদ্ধতিতে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১১টি প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি কোম্পানি কর্তৃক সর্বনিম্ন ১০০টি মোটরযানের আবেদন দাখিল করা হলে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশ ও রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (খ) রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে। (গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজনপূর্বক বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। বিধিমালায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং এর জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	"সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালাটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, খসড়া আইনটি চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধন করে খসড়া চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৭/০২/২০২১
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব